Journal of ELT and Education (JEE), *2*(1), March-2019, Page: 85-91
ISSN (Print): 2618-1290, ISSN (Online): 2663-1482, ISSN-L: 2618-1290

# শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ঃ মাধ্যমিক পর্যায়

**আলমগীর হোসেন খান**
*সহকারী অধ্যাপক*
*খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা*
*ই-মেইলঃ ahossain1973@gmail.com*

[**উদ্বৃতি ঃ** খান, আলমগীর হোসেন। (২০১৯)। শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ভূমিকাঃ মাধ্যমিক পর্যায়, জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন, ২(১)ঃ ৮৫-৯১।]

নিবন্ধ নথি ঃ
জমা ঃ
২২.০২.২০১৯
গ্রহণ ঃ
২৯.০৩.২০১৯
প্রকাশ ঃ
৩১.০৩.২০১৯

**সারগর্ভ**

*শিক্ষাদান কার্যক্রমকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং সেখানকার অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষ হলো শিক্ষক ও ছাত্রের নিজস্ব জগত। এ জগতকে সর্বাঙ্গীন করে তোলার দায়িত্ব একই সাথে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রশাসনের। আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ক্ষেত্রের মাঝে অসীমের দ্যোতনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। আজ শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকগণ যা বাস্তবায়ন করছেন, ছাত্ররা যা শিখছে, আগামীতে সেটাই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি পরিচালনার সম্পদ। সে জন্য শ্রেণিকক্ষের সার্বিক পরিস্থিতি, শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক গবেষণা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, উপকরণের ব্যবহার, ছাত্রদের শিখন পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা মানসম্মত শিক্ষা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য নিবন্ধটিতে সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ এর মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশেষে, অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণের মতামত পর্যালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।*

**মূলশব্দঃ** *শিক্ষা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীর উন্নয়ন, শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপাদান ও কৌশল, শিক্ষকের দায়িত্ব*

## ১. প্রারম্ভিকা

শিক্ষা আরোহণের দিগন্ত বিস্তৃত। আধুনিক বিশ্ব আজ শিক্ষার্থীর করতলে। ইচ্ছা মতো সে তার জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করতে পারে। অনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথিবীর সর্ব প্রান্ত হতে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র একক হলো শ্রেণিকক্ষ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে থাকে এই শ্রেণিকক্ষ। আর সেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই হলো শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের ভিতর হতে পারে আবার শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও হতে পারে। মূলত জ্ঞান চর্চার স্থানই হলো শ্রেণিকক্ষ। তাকেই শ্রেণিকক্ষ বলে। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষ বিদ্যালয়ের এমন একটি স্থান যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিত হয়ে, একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চা করে থাকে। শ্রেণিকক্ষের সীমাবদ্ধ পরিবেশের মাঝেই শিক্ষার্থীরা অসীম জ্ঞানের সন্ধান পায়। শিক্ষার সাথে সাথে নিজের জ্ঞানের ও মেধার বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী যা একজন শিক্ষকের পূর্বানুমান, পরিকল্পনা সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণকে নির্দেশ করে। বস্তুত ব্যবস্থাপনা কোনো অভীষ্ট অর্জনের প্রক্রিয়া বিশেষ। স্ট্যানালী ভ্যান্স এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্পষ্টভাবে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য সমূহ অর্জনের নিমিত্তে মানব সম্পাদিত কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া মাত্র" (খাতুন, ২০১৪)। অর্থাৎ প্রশাসনিক সংগঠনকে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পরিচালনা করাকেই ব্যবস্থাপনা বলা হয়। ব্যবস্থাপনা যুক্তিভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যমূলক যা সংগঠনে কর্মরত কর্মচারীদের পরিচালিত করে ও তাদের কর্মে সমন্বয় আনয়ন করে (আক্তার, ২০১৫)। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করাও শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম ও শফিক (২০১৫) এর মতে, একুশ শতকের ক্লাসরুমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর নিজস্ব শিখন বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে ক্লাসরুম এবং এর পঠন-পাঠন কৌশল নির্ধারণ করা। কেননা প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, শিখন প্রক্রিয়া ভিন্ন। তাছাড়া Post-method Pedagogy বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সুবিধাকে গুরুত্ব প্রদান করে যাতে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া সুন্দর ও সাবলীল হয় (Khan, 2019)।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপকরণ। বই, খাতা, কলমের পাশাপাশি কম্পিউটার, ইন্টারনেট হবে শিখন-শেখানোর উপকরণ। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জ্ঞানরাজ্যে থাকবে শিক্ষার্থীদের অবাধ বিচরণ। ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়ানো রিসোর্সসমূহ হয়ে উঠবে তাদের পাঠ্য। যেহেতু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা এবং শিখন বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে তাই ক্লাসরুমে এমন ব্যবস্থা থাকবে যেন প্রত্যেকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা অনুযায়ী শিখতে পারে এবং এ উদ্দেশ্যে ক্লাসরুমে বিভিন্ন লার্নিং সফটওয়্যারের সন্নিবেশ থাকতে হবে।

## ২. উদ্দেশ্য

শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান নিবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হল শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল, প্রয়োগ ও সুফল নিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকমন্ডলীর সাথে আলোচনা করে তা আপামর শিক্ষক সমাজের কাছে পৌছে দেয়া। সেই সাথে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক দিক বিবেচনায় শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা।

## ৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

ফারিয়াস (২০১৯) এর মতে, হাসিখুশি ক্লাসরুমের জন্য সাতটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী যা একজন শিক্ষকই কেবল নিশ্চয়ন করতে পারেন। সেগুলো হলঃ "খুব ভালো হয়েছে"-এই বলে বাচ্চাদের প্রশংসা করা, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক 'দ্বিমুখী' হওয়া, নিজেকে প্রশ্ন করা, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে চাই সুস্থ সীমারেখা, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত অংশগ্রহণ, একজন ছাত্রের দোষ অন্য আরেকজন ছাত্রের উপর চাপানো চলবে না এবং প্রতিফলন (ছাত্রের আচরণ বদলানো, পরিবেশ বদলানো, শিক্ষকের নিজের আচরণ বদলানো)। তাই এই সাতটি বিষয় শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত জরুরী। আজহার (১৯৮২) এর মতে, শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজন শ্রেণি সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ভৌত এবং মানবীয় উপাদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সামগ্রিক পক্রিয়াকে বোঝায়।

### ৩.১. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার উপাদান

ভৌত ও মানবীয় উপাদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কেবল শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। আক্তার (২০১৫) এবং খাতুন (২০১৪) এর তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপাদান গুলো পাওয়া যায়।

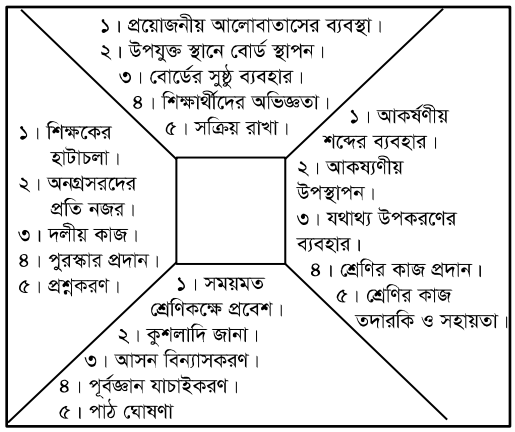


ছকঃ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপাদান

### ৩.২. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার পিসিএস ট্রিটমেন্ট

নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিল রজার্স, লিন্স কোন্নাহ এবং রবিনসন শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক শৃঙ্খলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে, পিসিএস ট্রিটমেন্ট নামে অভিহিত করেন। যা কিনা কার্যকরী শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী (আক্তার, ২০১৫)।

| P=Preventive Discipline<br>প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা | C = Corrective Discipline<br>(সংশোধনমূলক শৃঙ্খলা ) | S = Supportive Discipline<br>সহযোগিতামূলক শৃঙ্খলা |
|---|---|---|
| পরিচ্ছন্ন নির্দেশনা | স্থানচ্যুতি | অনুসরণ করা। |
| চক্ষু সংযোগ | নিয়মের অনুশীলন | জোকস করা |
| কুশল বিনিময় | কাছে যাওয়া | উৎসাহ দেওয়া |
| অঙ্গভঙ্গির শাসন | কাজের চাপ | ইতিবাচক মনোভাব |
| নিয়মের প্রয়োগ | পর্যবেক্ষণ | অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি। |
| আসন বিন্যাস | নম্বর কম দেওয়া | কাজের চাপ দেওয়া |
| উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা | প্রশ্নকরণ | আন্তঃসংযোগ |
| উপযুক্ত সামগ্রী | তাগিদ | সর্ম্পকের উন্নয়ন। |
| উত্তম প্রস্তুতি | আচরণ নিয়ন্ত্রণ | |
| পরিচ্ছন্ন নির্দেশনা | সাধারণ সংকেত | |
| | তিরস্কার করা | |
| | দাঁড় করানো। | |

## ৪. গবেষণা পদ্ধতি

সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা পদ্ধতি ছিল বর্তমান পর্যালোচনার জন্য সহায়ক গবেষণা পদ্ধতি। রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত ২৪ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার ও তাদের সাথে দুইটি দলগত আলোচনার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা সম্পর্কে গুণগত তথ্য নিয়ে তা মূল আলোচনার সাথে সন্নিবেশিত করা হয়েছে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বই এবং জার্ণাল মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে।

## ৫. প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা

### ৫.১. শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তর ধারণা পাওয়া যায়। তাদের মতে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় এবং শিক্ষা অর্জনের সার্বিক পরিবেশ সুন্দর থাকে। জাতির সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অর্জিত হয়, জেন্ডার বৈষম্য দূর হয়, মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়, সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়। শৃঙ্খলা-সাম্য-শান্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থী সময়ানুবর্তিতা শিখতে পারে। বিশৃঙ্খলতার অসুবিধা এবং শৃঙ্খলার সুবিধা সম্পর্কে অভিহিত হয়। সঠিক জ্ঞান-অর্জন করতে পারে। তাছাড়া আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ আনন্দময় হয়ে ওঠে। সুন্দর ব্যবস্থাপনা অবারিত জ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেয়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষিত হয়। জ্ঞান অর্জনের পরিসর বর্ধিত হয়। জ্ঞান-অন্বেষার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। শিক্ষকের পাঠদানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীর খারাপ কাজ করার প্রবণতা কমে যায়; শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকের পাঠদান করতে সুবিধা হয়, ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আত্মিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা উপকরণের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় যা কিনা শিক্ষার মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতার মূল্যায়ন সঠিক হয়। মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের প্রতি ঝোঁক কমে। নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন সুনাম বৃদ্ধি পায়। সার্বিক মূল্যায়নে বিদ্যালয়ের ফলাফল ভালো হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব সচেতনতা ও কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থী প্রযুক্তির ফাঁদ হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। মনন মেধা ও প্রগতিশীলতার বিস্তার ঘটে। যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে তাই শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ থাকে এবং অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ভাতৃত্ব সুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সার্বিক ভাবে শ্রেণির পরিবেশ সুন্দর রাখে। মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় সহায়তা করে, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা বৃদ্ধি করে, পাঠ্যপুস্তকের যথার্থ ব্যবহার হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। উচ্চ, সাধারণ এবং নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের মাঝে সমন্বয় ঘটে। উচ্চ কিংবা নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বঞ্চিত হয় না। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ক্ষুধা উদ্রেক হয়। শিক্ষার্থীর প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান পিপাসা নিবৃত হয়। নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটে। সহশিক্ষা কার্যক্রমের সময় পাওয়া যায় যা শিক্ষার্থীর মন ও শরীরকে প্রফুল্ল রাখে। একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর ক্লাসের হাত হতে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করে, একটি মনোরম শিক্ষা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না, শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন মানুষে পরিণত হতে পারে। স্কুলে যাবার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। ডিজিটাল উপকরণের সন্নিবেশে শিক্ষার্থীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার অনুপ্রেরণা পায়। মানসিক, বৌদ্ধিক, যৌনবিষয়ক এবং নৈতিক বিকাশ ঘটে, যা শিক্ষার্থীকে সফল ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার প্রেরণা দেয়। ভালো-মন্দের মাঝে পাথর্ক্য স্পষ্ট হয়। শিক্ষার্থীর নিজের জীবনে ভালোকে গ্রহণ করবার দৃঢ়তা পায়। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সার্বিক শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং তাদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষায় অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। কর্মসূচির বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসে। কাজের ধারাবাহিকতা থাকে। সময় নষ্টকারী কাজের ভিড়ে মূল কাজ চাপা পড়ে না ফলে সুষ্ঠ ভাবে সকল কাজ সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হয়। বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে রয়েছে শ্রেণিকক্ষ। ফলে উৎকৃষ্টশ্রেণি ব্যবস্থাপনা শ্রেণিকেন্দ্রিক জ্ঞান চর্চার অবারিত সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞানী মানুষরূপে গড়ে তোলে। প্রেষণ ও পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বপ্নময় জগতের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকের নৈতিক দৃঢ়তা কর্মচাঞ্চল্য, শ্রদ্ধাশীলতা এবং জ্ঞান-স্পৃহার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ, তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। শিক্ষার প্রয়োগিক দক্ষতা শিক্ষার্থীকে বাস্তববাদী হবার শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবার সুযোগ পায় অর্থাৎ জীবনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পয়োজনে তারা ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। যা পরবর্তীতে তাদের চাকরি নিশ্চিত করে। শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রুচিশীল ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়। বিষয়জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করে। অন্যায়ের প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হয়। ভয়ভীতিহীন নিরাপদ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার মূল্যায়ন ঘটে এবং ভালো বন্ধু লাভ ঘটে।

### ৫.২. শিক্ষার উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপাদান

আক্তার (২০১৫) মনে করেন, পাঠদানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও শ্রেণি বিন্যাসের ওপর। শ্রেণিকক্ষের মনোরম পরিবেশ সুষ্ঠু ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রেণি বিন্যাসের বিষয়টি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস নয়। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শ্রেণির আকার, আয়তন ও ভৌত কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণির মনোরম পরিবেশ শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার সহায়ক। আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সহযোগিতামূলক হওয়া বাঞ্চনীয়। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট আংশিক দায়িত্ব অর্পণের মধ্যে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের একচ্ছত্র আধিপত্য কমানো সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সুষমভাবে জ্ঞানার্জন করে থাকে। শ্রেণি

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ, শ্রেণিকক্ষের যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সকল শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ এমন ভাবে স্থাপন ও সাজানো উচিত যাতে শ্রেণিকক্ষটি সহজেই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়। শ্রেণিকক্ষটি গৃহের সমতুল্য। নিজ গৃহে তারা যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ঠিক তেমনি আনন্দ-দায়ক আকর্ষণ করে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা উচিত। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণ এ কক্ষের চার দিকের দেয়ালে টাঙ্গানো অথবা কাঠের আলমারি এবং খোলা র‍্যাকে সাজানো থাকবে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই, জার্নাল, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের এগুলো ব্যবহারের সুযোগ থাকে। খাতুন (২০১৪) এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে সুষ্ঠু শ্রেণি বিন্যাসের জন্য নিচের বিষয় গুলো বিবেচনা করার সুপারিশ করা হলঃ-

*৫.২.১. শ্রেণিকক্ষের আয়তন*

শ্রেণিকক্ষের আয়তন শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাতে হতে হবে তবে শ্রেণিকক্ষের আকার আয়তন এমন হতে হবে যাতে এক সঙ্গে ৪০/৫০ জন শিক্ষার্থী বসতে পারে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বারো বর্গফুট জায়গা নির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন।

*৫.২.২. আলো বাতাসের ব্যবস্থা*

শ্রেণিকক্ষের উচ্চতা বেশি থাকবে। দরজা-জানালার সংখ্যা বেশি থাকবে। জানালা বড় বড় হবে যাতে প্রচুর আলো-বাতাস শ্রেণিতে প্রবেশ করতে পারে।

*৫.২.৩. আসবাবপত্র*

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মজবুত ও হালকা আসবাবপত্র থাকবে। শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে যে কোনো আসন হতে শিক্ষকের অবস্থান সাদা-কালো বোর্ড স্পষ্ট দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের বসার আসন গুলোর উচ্চতা শিক্ষার্থীদের উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

*৫.২.৪. শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা*

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আসনের সুব্যবস্থা থাকবে। শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চের পরিবর্তে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্চনীয় যেন সহজেই সেগুলো একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে নতুন ভাবে সাজিয়ে দলগত কাজ করা যায়। প্রতিটি আসনের মাঝে প্রয়োজনীয় ফাঁকা রেখে আসনগুলো সাজাতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে শিক্ষক সহজেই চলাফেরা করতে পারেন।

*৫.২.৫. সময়মত হাজিরা পর্যবেক্ষণ*

শিক্ষাদান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

*৫.২.৬. শ্রেণিতে দলনেতা নির্বাচন*

শ্রেণিতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। দলনেতার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

*৫.২.৭. শ্রেণিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা*

শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা চিহ্নিত করতে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

**৫.৩. শিক্ষার্থীর উন্নয়নে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল**

শ্রেণিকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য এবং শিক্ষার্থীর নিকট শিখনকে আকর্ষণীয়, আন্দদায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী করার জন্য শিক্ষক যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন সেগুলোর সমন্বিত রূপই হচ্ছে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। একটি শ্রেণিকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে যেসকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলোর সামষ্টিক রূপই হচ্ছে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। সেই অর্থে একজন শিক্ষক শ্রেণিতে কী পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কতক্ষণ ধরে পড়াবেন ইত্যাদি বিষয় শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে নিম্নের বিষয়সমূহ লক্ষ্য রেখে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করলে ছাত্র–ছাত্রীরা আলোচ্য বিষয়টি ভালভাবে উপভোগ করতে পারবেঃ

**(ক)** পরিচ্ছন্ন পোশাকে হাসিমুখে ক্লাশে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা বিনিময় ও শ্রেণি বিন্যাস করে নেওয়া। যেমনঃ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সামনে সারি পুরণ করে ক্রমান্বয়ে পিছনের সারিতে ছাত্র–ছাত্রীরা বসবে, দরজা–জানালা খোলা রেখে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

**(খ)** রোলকল করার সময় উচ্চস্বরে করতে হবে যাতে সবাই শুনে, তাছাড়া ছাত্র–ছাত্রীদেরকে দিয়ে যদি উচ্চস্বরে ভাগ হয়ে যেমনঃ ২–২) জন একজন ছাত্র/ছাত্রীকে দিয়ে এবং ২১–৪০ জন অন্য ছাত্র/ছাত্রীকে দিয়ে যদি রোলকল করানো হয় তাহলে ছাত্র/ছাত্রীদের কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ অনেক শুদ্ধ হবে।

**(গ)** গত ক্লাশ যারা করেনি তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে রোলকল করা হলে এবং না আসার কারণ জেনে তাদের ক্লাশ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। পরপর তিনদিন ক্লাশে না আসলে তাকে যদি সামনে প্লাটফর্মে এনে কিছু বলতে দেয়া হয় তাহলে সে পরবর্তীতে ক্লাশে আসার জন্য চেষ্টা করবে। কারণ সামনে এসে ছাত্র–ছাত্রীরা কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

**(ঘ)** বাড়ির কাজ প্রত্যেকটা ক্লাশে দেওয়া উচিত এবং তা আদায় করাও শিক্ষকের দায়িত্ব, ছাত্র-ছাত্রী বেশি হলে সে ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাশের জনের সাথে খাতা বদল করে ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ির কাজ দেখতে পারে এই ক্ষেত্রে যারা বাড়ির কাজ করে আসবে না তাদেরকে সামনে এনে একটি গান, কবিতা বা বক্তৃতা দিতে বললে পরবর্তীতে তারা বাড়ির কাজ করে আনবে।

**(ঙ)** পাঠ ঘোষণা করে আলোচনা করার সময় শিক্ষককে অবশ্যই বাস্তবতার সাথে সাদৃশ্য রেখে উদাহরণ দিয়ে বুঝতে হবে। মাঝে মাঝে চাত্র-ছাত্রীদেরকে আনন্দ দিতে হবে, যাতে তারা শ্রেণিকার্যক্রমে মনোযোগী হয়। বক্তৃতা পদ্ধতিতে পর্যালোচনা না করে যদি প্রদর্শন পদ্ধতি বা আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাহলে শ্রেণি কার্যক্রম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয় হবে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে আলোচনা করলে শিক্ষক ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে পঠিতব্য বিষয়ের উপর ফিডব্যাক নিবে।

**(চ)** শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে নির্দ্বিধায় নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, প্রশ্ন করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পরে, একে অপরের মতামতের ওপর শ্রদ্ধাশীল হয়, শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষার্থী কোনো ভুল উত্তর প্রদান করলে তাকে তিরষ্কার না করে সঠিক উত্তরের মাধ্যমে তাকে উৎসাহিত করা দরকার।

**(ছ)** শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রশাসনিক কর্মকর্তা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক এবং কো-অর্ডিনেটর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে অহেতুক শ্রেণিকার্যক্রম বিঘ্ন না ঘটিয়ে নোটিশের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অবহিত করলে শ্রেণি শিক্ষকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব।

## ৬. পরামর্শ ও সুপারিশ

### ৬.১. শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষককে তাঁর চিন্তা এবং মানসিক উদারতা দিয়ে সমগ্র বিরূপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এজন্য শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্নেহশীল শিক্ষকের শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না। এ ছাড়াও সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জন্য যে বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেগুলো হল জেন্ডার সচেতনতাসহ একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন, অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক পাঠদান, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শ্রেণিকে কর্মতৎপর রাখা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে দায়িত্ব অর্পণ। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই কীভাবে বড় শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে হয় তার পদ্ধতি/কৌশলসমূহ সম্পর্কে অবগত নন।

মুক্তি (২০১৭) এর মতে, অধিক শিশু সংবলিত শ্রেণীতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন ও কাঙ্ক্ষিত শিখনফল/আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জন করানোর জন্য শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে অবস্থা অনুধাবন করে বিশেষ কিছু দক্ষতা ও কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। অধিক শিশু সংবলিত শ্রেণীতে শিখন-শেখানো কাজে যে ধরনের দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন, সে ধরনের কিছু দক্ষতা ও কৌশল অল্প কিছু সংখ্যক শিক্ষকই জানেন। তাছাড়া সেগুলো দৈনন্দিন শ্রেণী শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অনেকে প্রয়োগও করে থাকেন। আবার অনেক শিক্ষকেরই দৃষ্টিভঙ্গিই বিষয়টির প্রতি ইতিবাচক নয়, এটাকে তারা অতিরিক্ত ঝামেলা মনে করেন।

### ৬.২. শিক্ষার্থীর উন্নয়ন সম্পর্ক

শিক্ষাবিদদের মতে দেশের সকল শিক্ষার্থীকে সুষম ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনেক বেশি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সহযোগিতামূলক হবে। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি চালু করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখনের অংশিক দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তার একচ্ছত্র আধিপত্য কমাবেন। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জ্ঞান অর্জন করে থাকে। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদানের এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উদারতার পরিচয় দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সাথে বিনিময় করে থাকেন। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে কোনো ত্রুটি শিক্ষণ-শিখনের আধুনিকএ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের ব্যাঘাত ঘটবে তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে এমন ভাবে স্থাপন ও সাজানো উচিত যাতে শ্রেণিকক্ষটি সহজেই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নিজ গৃহে ছেলে-মেয়েরা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ঠিক তেমনি আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা দরকার।এ জন্য শ্রেণিকক্ষ থাকবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালে সাজানো থাকবে বিভিন্ন মনিষীদের ছবি বা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চার্ট, খোলা র‍্যাক কিংবা কাঁচের আলমারীতে সাজানো থাকবে বিভিন্ন রকম মডেল ও অন্যান্য শিক্ষাপোকরণ, পর্যাপ্ত সংখ্যক বই, জার্নাল, পত্রিকা ও সমায়িকী যা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন উন্মুক্ত থাকবে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনাকে দুই ভাগে ভাগ করা য়ায়- 'ভৌত ব্যবস্থাপনা' এর মধ্যে থাকবে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা ও আসবাবপত্র, যেমন- উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, যথাযথ আসন ব্যবস্থা, যথাস্থানে স্থাপিত চকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড, বিভিন্ন রং এর চক বা বোর্ড মার্কার ইত্যাদি।

শ্রেণিতে মানবীয় কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষণ-শিখনের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাজেই শ্রেণিকক্ষে শিখনের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হয়। যেমন- সঠিক শ্রেণি বিন্যাস, আনন্দদায়ক পাঠদান, শ্রেণিতে শিক্ষকের সঠিক অবস্থান ও চলাফেরা, শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেয়া, পাঠে পাঠে সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার, পাঠে সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ, শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি, শ্রেণি তদারকি, দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর প্রদান, প্রশ্নকরণে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ, পাঠে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ, প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানে সহযোগিতা প্রদান এবং শিখনে উৎসাহ প্রদান।

গতানুগতিক শিক্ষা ধারায় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনি যাবতীয় তথ্য ও জ্ঞানের উৎস তাই শ্রেণিতে তিনি বলেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থায় পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অংশগ্রহণ মূলক শিক্ষণ-শিখনের এ পদ্ধতিতে শ্রেণি পাঠদানের সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। এ প্রক্রিয়ার শিক্ষকই শুধু তথ্য ও জ্ঞানের উৎস নয়, শিক্ষার্থীরাও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক একক ভাবে শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে না, কিছু কর্তৃত্ব শিক্ষার্থীর ওপর ও ছেড়ে দেন। বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী যৌথভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিখন ফল অর্পিত হয় তাই এজন্য শিক্ষক পাঠের উদ্দেশ্য, পাঠদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করে শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষার্থীদেরকে ব্যবহার করেন এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করেন। ফলে পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীরা একক ভাবে, জোড়ায় জোড়ায় কিংবা দলীয় কাজের মাধ্যমে বিষয় বস্তু সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে থাকেন। তাই শ্রেণি

ব্যবস্থাপনায় এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন এ প্রক্রিয়ায় পাঠদানে শিক্ষককে শ্রেণির সকল ছাত্রের নিকট শ্রেণিতে চলাচল করে তাই এ কাজের সুবিধার্থে শ্রেণিতে বিশেষ ধরনের আসন ব্যবস্থা ও চলাচলের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত খোলা স্থান রাখতে হয়। তাই শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী নেয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক কষ্টকর। সাধারণত চল্লিশ জনের অধিক শিক্ষার্থী হলেই তাকে একটি বৃহৎ শ্রেণি বলা চলে। পৃথিবীর বহু দেশের অনেক শ্রেণিকক্ষেই এর চেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এ কথা সত্য অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা যে কোনো শিক্ষকের জন্য কঠিন। ফলে শিক্ষক তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সফল হতে পারছেন না। এটি আমাদের অনেক শিক্ষকের জন্যই চ্যালেঞ্জ। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কিছু কৌশল অনুসরণ শিক্ষককে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে সফলতার সাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকগণকে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহার করতে হবে। এজন্য শিক্ষক জোড়ায় কাজ বা দলগত কাজ বেছে নিতে পারেন। এ ধরনের কৌশল ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের সহায়তায় শেখার সুযোগ পায় এবং একই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। বেশি শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে তা হলো কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় শিক্ষক যেভাবে বোঝেন সেভাবে ব্যাখ্যা না করে শিক্ষার্থীর বয়স এবং শ্রেণি বিবেচনা করে ব্যাখ্যা করবেন। বিষয়বস্তু অবশ্যই সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ভাষায় উপস্থাপন করবেন। উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একান্ত জানা পরিবেশ থেকে তুলে আনতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে। প্রথম বারে না বুঝলে যা করতে হবে-কোনো বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে উপরকণ দেওয়া যাবে না। এতে শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা না শুনে উপকরণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে। দলগত কাজের ক্ষেত্রে ও নির্দেশনা দেওয়ার পূর্বে দলে বিভক্ত করা ঠিক হবে না। এতে শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা শুনার পরিবর্তে দল গঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা খুব একটা সহজ নয়। তাই দীর্ঘ নির্দেশনা না দিয়ে ছোট ছোট নির্দেশনা অনেক বেশি কার্যকর। দ্রুত নিদের্শনা না দিয়ে ধীরে ধীরে নির্দেশনা দিলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সুবিধা হয়। সেদিকে অবশ্যই শিক্ষক খেয়াল রাখবেন। শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়ার আগে কোনো বিষয় প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজটি কীভাবে করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলে ভাল হবে। কারণ কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার চেয়ে প্রদর্শন করলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহজ হয়। বিষয়বস্তু আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীরা কতটা বুঝতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিতে পারলে মনে করতে হবে বিষয়বস্তু আলোচনা ভাল হয়েছে। আর যদি শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে না পারে তবে সে ক্ষেত্রে পুনরায় বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করতে হবে।

## ৭. উপসংহার

শিখনকে প্রয়োগমুখী করে গড়ে তোলার জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে কোনো ত্রুটি শিক্ষণ-শিখনের আধুনিক পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ এমন ভাবে স্থাপন ও সাজানো উচিত যাতে শ্রেণিকক্ষটি সহজেই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান, শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা এমনকি সামাজিকভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আদর্শ নাগরিক হিশেবে নির্মাণ (প্রয়োজনে বিনির্মাণও বটে) করার জন্য দরকারি তদারকি করাও একজন শিক্ষকের স্বাভাবিক দায়িত্ব। ফলপ্রসূ শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের ভূমিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উত্তম তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনা, উত্তম প্রস্তুতি, শিক্ষকের স্বর, পরিষ্কার নির্দেশনা, সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার, দলীয় কাজ, জোড়ায় কজের আয়োজন, মনিটরিং, কাজের মাধ্যমে শেখা নিশ্চিত করা, মূল্যায়ন, নিরাময় মূলক ব্যবস্থা দেওয়া এবং ব্লাকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার।

একজন আদর্শ অভিজ্ঞ শিক্ষক তার মেধা ও মননশক্তি খাটিয়ে বুঝতে পারবেন কোনো পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শতভাগ সফল হবেন। ঠিক তিনি সে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করবেন এটাই যথার্থ। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কৌশল। তবে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে যে, শ্রেণিশাসন কিংবা শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত বা চাপ দেয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে আনন্দ ও শ্রুতিমধুর এবং প্রাঞ্জল করে তুলবেন। শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হলো পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষাদান ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলি যদি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগে মন ছুঁয়ে যায় বা মনকে আকৃষ্ট করে, তাহলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষিত এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত আচরণ বা কার্যাবলির প্রতি। আর শ্রেণি থাকবে শিক্ষকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

## তথ্যসূত্র


আক্তার, মাহবুবা। (২০১৫)। *মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা*। সংরক্ষণ প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৫২।

আজহার, আলী মোঃ। ১৯৮২। *পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলম, রফিকুল কাজী (সম্পাদিত)। ২০১৫। ত্রৈমাসিক *ক্লাসরুম টিচিং*। বি এল এ জার্নাল, ৩(২), সেপ্টেম্বর-২০১৫, পৃষ্ঠা-৪০।

ইসলাম, জি. এম. রাকিবুল ও শফিক, শাহরিয়ার। ২০১৫। ক্লাসরুম। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ২০১৫।

খাতুন, ফাতেমা। (২০১৪)। *শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*। সংরক্ষণ প্রকাশন, ঢাকা।

Khan, M. E. I. (2019). Justification of Using Post-method Pedagogy at Intermediate Level in Bangladesh: Teachers' Insights. *Fareast International University Journal*, 2(1): 105-113.

খান, আলমগীর হোসেন। (২০০৯)। *জাতিগঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষক*। হাতেখড়ি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬০।

ফারিয়াস, ফিলিস। ২০১৯। হাসিখুশি ক্লাসরুমের জন্য সাতটি কৌশল। হোয়াইট সোয়ান ফাউন্ডেশন, সংগৃহীত ২৫/০১/২০১৯ খ্রিঃ, তথ্যসূত্রঃ https://bengali.whiteswanfoundation.org/article/seven-strategies-for-a-happy-classroom
মুক্তি, শরীফুল্লাহ। (২০১৭)। বড় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাঃ প্রয়োজন দক্ষতা ও উপযুক্ত কৌশল। *দৈনিক শিক্ষা*, ২৪ জুন ২০১৭।